সামাজিক সংহতি উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

(Protection And Integration)

সরকারী শিশু সদন/পরিবার ঃ

Sarkari Sishu Sadan/Sishu Paribar (State Orphanages)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কার্যক্রমসমুহের মধ্যে সরকারী শিশু সদন/পরিবার অন্যতম। দেশে বর্তমানে ৭৪ টি সরকারী শিশু সদন/শিশু পরিবার বিদ্যমান। পিতৃ-মাতৃহীন ৫-৯ বছর বয়সের এতিম শিশুদের একটি ভর্তি কমিটির মাধ্যমে সরকারী শিশু সদন/শিশু পরিবারে ভর্তি করা হয়। শিশু সদন/শিশু পরিবারে ভর্তিকৃত শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাসহ যাবতীয় দায়িত্ব সরকারী পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। এ সকল শিশু সদন/শিশু পরিবারে রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের পর পুনর্বাসন করা হয়। মুলতঃ এতিম ছেলেমেয়েদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ ভালবাসা, উপযুক্ত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সৃজনশীল সুনাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই সরকারী শিশু পরিবারের মুল উদ্দেশ্য। বর্তমানে ৭৪টি শিশু সদন/শিশু পরিবারে ৯৬০০ জন এতিম শিশু প্রতিপালিত হচেছ। বর্তমান অর্থ বছরে আরো ৯টি শিশু পরিবার স্থাপন করা হচ্ছে। ফলে আরো অতিরিক্ত ৯০০ জন নিবাসীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

বিগত ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪, ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে পুনর্বাসনের বিবরণসহ এ যাবৎ পুনর্বাসনের হিসাব দেয়া হলঃ

ক্রমিক	বিবরণ	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	এ যাবত পুনর্বাসন
১.	বিবাহের মাধ্যমে পুনর্বাসন	১১৬ জন	১২১ জন	৯৪ জন	১২৯ জন	৪৩৮৯ জন
২.	চাকুরীর মাধ্যমে পুনর্বাসন	৫৫ জন	৫৯ জন	৪৪ জন	৭০ জন	৩১৪১ জন
৩.	**শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সামাজিক ও অন্যান্য মাধ্যমে পুনর্বাসন**	**৮৯৬ জন**	**৯০১ জন**	**৭৫৮ জন**	**৮৫১ জন**	৩০,১০০ জন

ছোটমনি নিবাস (বেবী হোম) ঃ

Baby Home

পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৫ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষা প্রদানের জন্য সারাদেশে ৬টি ছোটমনি নিবাস চালু রয়েছে। ১৯৬২ সালে ঢাকা শহরের আজিমপুরে প্রথম ছোটমনি নিবাস স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে চট্রগ্রাম ও রাজশাহী শহরে আরো দু'টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৬টি বিভাগে ৬টি কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে প্রতিপালিত শিশুদের পরবর্তীকালে সরকারী শিশু পরিবার/ শিশু সদনে স্থানান্তর করে ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ৫২৫ জন শিশুকে লালন-পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি ছোটমনি নিবাস ছিল। বর্তমান সরকারের সময় বরিশাল, খুলনা ও সিলেটে নতুন ৩টি ছোটমনি নিবাস চালু করা হয়েছে। বিগত ৪ বছরে পুনর্বাসনের সংখ্যা এবং এ যাবৎ উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	এ যাবত উপকারভোগীর সংখ্যা
৩৫ জন	**৩৭ জন**	**৩৭ জন**	**৪৩ জন**	**৯৮৯ জন**

দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র ঃ Day Care Centre

নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধুলা প্রদান ইত্যাদি এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। ১৯৬২ সালে ঢাকার আজিমপুরে এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ৫০ জন। বিগত ৪ বছরে পুনর্বাসনের সংখ্যা এবং এ যাবৎ উপকারভোগীর সংখ্যাসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	এ যাবত উপকৃতের সংখ্যা
৩১ জন	৩৪ জন	৩৮ জন	৫৫ জন	৮০০০ জন

দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ঃ

Training and rehabilitation centre for Destitute children

৬-১৪ বছর বয়সের দুঃস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে সঠিক ভাবে পুনর্বাসন করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে ১৯৮৩ সালে দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় আরো দু'টি প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। প্রথমোক্ত ২টি ছেলেদের জন্য ও তৃতীয়টি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। এই ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা-৭৫০ (বালক-৪৫০+বালিকা-৩০০) জন। বিগত ৪ বছরে পুনর্বাসনের সংখ্যা এবং এ যাবৎ উপকারভোগীর

সংখ্যাসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	এ যাবত উপকৃতের সংখ্যা
৪৭ জন	**৪৯ জন**	**৫৩ জন**	**৮৭ জন**	**২৫৭০ জন**

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ঃ Rural Social Service

দেশের গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের নিমিত্তে শিক্ষা, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও মুলধন সরবরাহের মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হিসেবে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ১৯৭৪ সাল হতে পরিচালনা করা হচেছ। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচেছ। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে মোট বরাদ্দকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিলের পরিমাণ ১৪৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে বর্তমানে সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত এ তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ ৪৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এ কার্যক্রমের আওতায় (ক) আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে কর্মদল গঠন, (খ) গ্রাম সংগঠন তথা গ্রাম কমিটি গঠন, (গ) জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে লক্ষ্যর্ভুক্ত পরিবারসমুহকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ, (ঘ) লক্ষর্ভুক্ত জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন বৃত্তিমুলক ট্রেডে প্রাতিষ্ঠানিক

প্রশিক্ষণ প্রদান, (ঙ) কর্মসংস্থানের জন্য লক্ষ্যভুক্ত পরিবারকে ঘুর্ণায়মান তহবিল প্রদান, (চ) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠির নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির জন্য সঞ্চয় আদায়, (ছ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান, (জ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান, (ঝ) পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ, (ঞ) স্বাক্ষর জ্ঞান ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান ও (ট) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

অক্টোবর/২০০১ হতে জুন/২০০৫ পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচীর অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কর্মসূচীর নাম	অর্থ বছর			
		২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
১.	স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের মধ্যে ঘুর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ (বিনিয়োগ)।	৪,১১,০০,০০০/-	--	--	১৫,০০,০০,০০০/-
২.	ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ	১১৯,৩৩,২৫,০০০/-	১১৯,৩৩,২৫,০০০/-	১১৯,৩৩,২৫,০০০/-	১৩৪,৩৩,২৫,০০০/-
৩.	নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্যে সঞ্চয় আদায়	৪৭,৭৩,০০০/-	৫১,৬৫,০০০/-	৫৮,১২,০০০/-	৬০,১৮,২০০/-
৪.	সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষের চারা বিতরণ।	৭৩,৮৫৭ টি	৭৩,৫১০ টি	৮৩,৯০৩ টি	১,০৬,৩০০ টি
৫.	ঘুর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা	৩,৯৭,০০০ জন	৩,৯৭,০০০ জন	২,৪০,০০০ জন	২,৭০,০০০ জন
৬.	বিভিন্ন বৃত্তিমুলক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	৯৫,৫৫৩ জন	৬৬,৭৬১ জন	৫৫,৩৮০ জন	৬৭,৩৪০ জন
৭.	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসুচীর আওতায় সেবা দান	৬০,৮০০ জন	৭৪,১০৮ জন	৭৯,৫১০ জন	৮২,৮৯০ জন
৮.	স্বাক্ষর জ্ঞান দান	১,২৩,২০০ জন	৯৮,৭১২ জন	৫১,৩১৯ জন	৭২,২১২ জন
৯.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ (পরিবারের সংখ্যা)	১৫,৩০২ জন	১৮,৬১৮ জন	২২,৩৭২ জন	৪০,২৯৫ জন
	সর্বমোট উপকৃতের সংখ্যা	**৬,৯১,৮৫৫ জন**	**৬৫,৫,১৯৯ জন**	**৪৪,৮,৫৮১ জন**	**৫,৩২,৭৩৭ জন**

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ঃ

Urban Community Development Programmes (UCD)

শহরের অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি ইউনিটের (রাজস্ব ৫০টি + উন্নয়ন ৩০টি) মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৫ সাল হতে এ কার্যক্রমটি শুরু হয় এবং ১৯৬১ সালে সমাজসেবা অধিদফতর সৃষ্টির লগ্ন হতে কার্যক্রমটি সমাজসেবা অধিদফতরের নিকট ন্যস্ত হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ঘূর্ণায়মান তহবিল বাবদ মুল অর্থের পরিমাণ (রাজস্ব ৩৬১.০০ ও উন্নয়ন ১০০.০০) সর্বমোট ৪৬১.০০ লক্ষ টাকা।

বিগত ৪ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বছর	আর্থিক (ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ)	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০০১-২০০২	১৫৯.৫৬	৫,০১২ জন
২০০২-২০০৩	২০২.৫৯	৫,০৫০ জন
২০০৩-২০০৪	৩০২.৯৫	৭,৮৬৭ জন
২০০৪-২০০৫	৩১৯.০০	৭,৯০৭ জন
সর্বমোট (৪ বছরে)=	**৯৮৪.১০**	**২৫,৮৩৬ জন**

জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার প্রকল্প ঃ

Rural Mother Centers (RMC)

দেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সন থেকে **‘পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম’** পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ৩১৮টি উপজেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত। ইতিমধ্যে ১২,৯৫৬টি মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মহিলাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, স্বাক্ষরতা কর্মসূচী, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণসহ তাদের আত্মনির্ভরশীল ও ক্ষমতায়নের জন্য সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত চার বৎসর এ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	কর্মসূচীর বিবরণ	সাফল্য চিত্র				মোট (৪ বছর)
		২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	প্রারম্ভিক মূলধন (ঋণ)	১৬৪.৩৭৫	৭৯৮.০০	৬১৩.৫০	--	১৫৭৫.৮৭৫
২.	ক্রমপুঞ্জিভূত পুনঃবিনিয়োগ	৭৫৬.৩৮৫	৯৬২.৩৭৫	৭৬৪.২৪	৬৬৩.৬০	৩১৪৬.৬০
৩.	দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ	৩২.৫৬৩	৭৭.৮৪৭	৬৩.৬৮	৪১.০০	২১৫.০৯
৪.	ঋণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা	৯,১৯২ পরিবার	৪৪,৬৩০ পরিবার	৬৬,১৭৮ পরিবার	২২,১২০ পরিবার	১,৪২,১২০ পরিবার
৫.	ঋণ হতে সার্ভিস চার্জ	৫৬.৮৫	৭৭.৪৫	৫৭.৬৪	৪৭.৫৮	২৩৯.৫২

	আদায়					
৬.	**প্রশিক্ষণ ঃ**					
	ক. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা	১৬,০৯৬ জন	২৩,৬৪০ জন	৫৭,৭৭৭ জন	২১,৪৫০ জন	১,১৮,৯৬৩ জন
	খ. বৃত্তিমুলক	১২,৪৫০ জন	২২,৯২০ জন	৫৩,৫৪০ জন	১৮,৩০৩ জন	১,০৭,২১৩ জন
৭.	পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ	১৮,০৫৪ জন	২১,৬৮২ জন	৫৮,৭৮০ জন	১৯,৮৪০ জন	১,১৮,৩৫৬ জন
৮.	স্বাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	১৩,৬৪১ জন	১৯,২৪৫ জন	৬২,২১৫ জন	৯,৮৯৯ জন	১,০৫,০০০ জন
৯.	সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে বৃক্ষের চারা বিতরণ	৮,৯৫০ জন	১০,৭৫০ টি	৩০,৭৫০ টি	১২,৭৫০ টি	৬৩,২০০ টি
১০.	সেলাই মেশিন বিতরণ	১,০০০ টি	১,০০০ টি	১,০০০ টি	--	৩,০০০ টি
১১.	ঋণ আদায়ের হার	৯৪%	৯৫%	৯১%	৯৪%	৯৩%

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রমঃ

Programme on Rehabilitation of Acid Burnt Women and the Physically Handicapped

বর্তমান সরকারের একটি নতুন ও যুগান্তকারী কর্মসুচী। বিগত ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হতে সরকার সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে এসিডদগ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে উক্ত বছরে ১৫ কোটি টাকা এবং ২০০৩-২০০৪ সালে ২৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনে আয়বর্দ্ধক কর্মসুচী হিসাবে বিগত অর্থ বছরে সহজ শর্তে ১০,০০০/- হতে ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এসিডদগ্ধজনিত ও প্রতিবন্ধিতার কারণে যারা অসহায়বোধ করত, তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৬০ কোটি টাকা। বিগত ১৩ মে,২০০৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও মুন্সিগঞ্জ জেলার ১০৮৩ জন এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও ৩৯৬টি ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের প্রতি ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোষ্টার ও অন্যান্য প্রচার কার্য পরিচালনা করা হচেছ।

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

Training centre for socio economic development of women

সমাজসেবা অধিদফতর সৃষ্টির লগ্ন হতে মহিলাদের উৎপাদানশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এজন্য তাদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সাল হতে ঢাকার মিরপুর এবং রংপুরের শালবনে মহিলাদের জন্য দু'টি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্র দু'টিতে নিম্ন আয়ের মহিলাগণ সেলাই, বাটিক, পুতুল তৈরি, এম্ব্রয়ডারী, উলনিটিং, কনফেকশনারী এবং চাইনিজ রান্নার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রী এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের বাসায় তৈরি কেক বিভিন্ন নামকরা দোকানে সরবরাহ করা হচ্ছে।

দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্রঃ

Vocational Training and Production centre for the destitute Women

শহর এলাকায় দুঃস্থ মহিলা বিশেষতঃ বস্তিতে বসবাসকারী মহিলাগণ নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন। তারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সনাতনী পেশা পরিবর্তন করে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। এজন্য ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার দত্তপাড়া, টংগীতে দুঃস্থ মহিলাদের কারিগরী প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। কেন্দ্রে পরিচালিত তাঁত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত পুরাতন বিধায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রটি নুতনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।